بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

সব বিভাগের দায়িত্ব হল, সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে গভীর চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে সবকিছুর সূক্ষ্ম দিকগুলো দৃষ্টিতে রেখে সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত।

আমাদের প্রত্যেক ওহদাদার বা পদধারী ব্যক্তি বিশেষ করে আর মোটের ওপর সকল আহমদীকে জগদ্বাসীর সামনে রোল মডেল বা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত।

সব আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, কেবল ওহদাদার বা পদধারীদের উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত নয় বরং সব আহমদীরই দায়ভার রয়েছে। প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে, চারিত্রিক গুণাবলীতে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব থেকে নিজেকে যেন পবিত্র করে, তারা যেন কোন দিকে ঝুঁকে না থাকে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৫শে নভেম্বর ২০১৬-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوۡ
عَلٰۤى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ‌ ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا
فَاللّٰهُ اَوۡلٰى بِهِمَا‌ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰۤى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا‌ ۚ وَاِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ
تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا ○

এ আয়াতের অনুবাদ হল, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক আল্লাহ্‌ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক।
অতএব, তোমরা ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তবে (মনে রেখো) তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আন্-নিসা ১৩৬)

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, জগদ্বাসীকে আমরা বলে থাকি, পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান রয়েছে ইসলামের শিক্ষামালায় আর এর প্রমাণস্বরূপ আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাসমূহ তুলে ধরি। আমার কানাডা সফরকালে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছে, বর্তমান যুগের সমস্যাদির তোমরা কী সমাধান উপস্থাপন কর? আমি তাকে বলেছি, তোমরা বস্তুবাদী মানুষ আর পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো নিজেদের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় উগ্রতাকে প্রতিহত করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছ কিন্তু সমস্যা তো একইভাবে বিরাজমান রয়েছে। জাগতিক সকল ব্যবস্থা এসব নৈরাজ্য অবসানের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে, বাকি রয়েছে শুধু একটি চেষ্টাই এখনো, আর তা হল ইসলামী শিক্ষার আলোকে এর সমাধান করা। এ কথা শুনে তারা নির্বাক তো হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে আমাদের দেখতে হবে, মুসলমান দেশগুলো ইসলামের বুলি আওড়ালেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আল্লাহ্ তা'লা যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলাম যা চায় আর মহানবী (সা.) উত্তম যে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করে নি আর অনুসরণের চেষ্টাও করে না। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্যের থাবাতলে রয়েছে মুসলমান দেশগুলোই, এর চেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে! এখনও পর্যন্ত কোন সাংবাদিক এ কথা আমাকে সরাসরি বলে নি যে, এ সব বিধিনিষেধের কার্যত যদি কোন বাস্তবতা থেকে থাকে তবে তো সর্বপ্রথম মুসলমান দেশগুলোর আত্মসংশোধন করা উচিত। তবে এ ধরণের প্রশ্ন তাদের মাথায় আসতেই পারে

আর অবশ্য এসেও থাকবে তাই সচরাচর আমি অমুসলিমদের সামনে যখনই বক্তৃতা করি তখন সর্বপ্রথম মুসলমানদের অবস্থার কথা আমি উল্লেখ করি, এরপর এ সব পরাশক্তির সামানে তাদের নিজেদের চেহারা ও স্বরূপ তুলে ধরি আর সাংবাদিকের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতকারে আমি বলে থাকি, মুসলমানদের এ শিক্ষা অনুসরণ না করাও ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। কেননা তিনি (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা এক সময় এমন হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত মর্মার্থকে অবজ্ঞা করবে, রিপুর কামনা-বাসনা এবং স্বার্থপরতা তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পাবে। যখন এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন তাঁর নিবেদিত প্রাণ এক দাসের আবির্ভাব ঘটবে। এর উল্লেখ কুরআন শরীফেও রয়েছে এবং তাঁর আবির্ভাব কালীন যুগের লক্ষণাবলীও কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে আর মহানবী (সা.)ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা তুলে ধরেছেন। তাই একজন আহমদী মুসলমানের জন্য এরূপ পরিস্থিতি হীনবল হওয়ার পরিবর্তে এক অর্থে আনন্দ ও স্বস্তির কারণ হয়। কেননা, রসূল করীম (সা.) মুসলমানদের যে শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে আলেম সমাজের দুঃখজনক অবস্থা সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা পূর্ণতা লাভ করেছে আর আমরা এর প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী হয়ে গিয়েছি। এ কথা এখন অ-আহমদী মুসলমানরাও স্বীকার করছেন, বিশেষ করে তারা তাদের আলেম সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে ধ্বনি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও চাপা স্বরে তারা এমনটি করছে, কিন্তু আমরা আহমদীরা এ দৃষ্টিকোন থেকেও সৌভাগ্যবান, কেননা আমরা মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয়াংশের পূর্ণকারীদের অন্তর্ভূক্ত, আর আমরাই খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর মন্যকারীদেরও অন্তর্ভূক্ত, যার হাতে ইসলামের পুনঃজীবনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু এতটা করলেই কি আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজতে আমাদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি, তা আমি আমার অনেক বক্তৃতায় উপস্থাপন করি আবার অমুসলিমদের সামনেও প্রদান করে থাকি। আমি তাদেরকে বলি, ইসলাম যেখানে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয় আর এ উদ্দেশ্যে যে মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে তা এ আয়াতে উল্লেখ আছে। আর অধিকাংশ মানুষ এর ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। নিজেদের মন্তব্যে তারা তা উল্লেখও করে। কিন্তু আমাদের কাজ জ্ঞানগত ভাবে অন্যদেরকে শুধু প্রভাবিত করা নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কুরআনের শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রতিফলন নিজেদের কর্মে ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। জগদ্বাসী আমাদের প্রশ্ন করতে পারে, এটি সত্য যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ তোমাদের হাতে নেই কিন্তু একটি জামাতি ব্যবস্থাপনা তোমাদের রয়েছে। তোমরা একটি সংগঠন বা জামাত, এক হাতের ইশারায় উঠা-বসার দাবি তোমরা করে থাক। তোমাদেরকে পারস্পারিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়েও বিনিময় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, ইনসাফ এবং সততার নির্ধারিত মানদণ্ডে তোমরা কি তোমাদের বিষয়াদি নিষ্পত্তি কর? আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখিত এ আয়াতের প্রথম দিকে এক স্থানে 'কিস্ত্' শব্দ ব্যবহার করেছেন, অন্যত্র ব্যবহার করেছেন 'আদাল' শব্দ, এর অর্থ হল- সমতাপূর্ণ ন্যায় বিচার এবং উন্নত নৈতিক মানদণ্ড, পক্ষপাত দুষ্ট হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা, কারো প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে প্রভাব মুক্ত থেকে কাজ করা। এখন আমাদের প্রত্যেককে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, এ সব কথার নিরিখে আমরা কি নিজেদের বিষয়াদি নিস্পত্তি করে থাকি? এই মানে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি? এ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কি নিজেদের পিতামাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি? এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে আমরা প্রস্তুত কিনা? নিকট আত্মীয় বলতে সর্ব প্রথম সন্তানসন্ততিকে বুঝায়। আর আমরা এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের কামনা-বাসনা অবজ্ঞা করতে প্রস্তুত আছি কিনা আর কার্যত তা প্রমাণ করে দেখাতে পারি কিনা? এগুলো এমন কথা যা তুচ্ছ কোন বিষয় নয়। এ যুগে রাসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন। একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা কাদিয়ানের অত্র অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। সেখানে কৃষকদের সাথে তারা একটি পারিবারিক মামলায় জড়িয়ে যান আর তিনি (আ.) কৃষকদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিজের পরিবারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। বরং সেই দরিদ্র চাষিরা এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনি অন্যতম মালিক, এতে তাঁরও অংশ রয়েছে আর মোকদ্দমার প্রতিপক্ষও, অথচ আদালতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-প্রদত্ত সাক্ষের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানায়। কেননা তারা জানত, তিনি সব সময় সত্য এবং সততার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিবেন। তিনি (আ.) তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের মাঝেও এই মানই প্রতিষ্ঠা করতে চান। কেননা তিনি সেই জামাত গড়ে তুলতে চান, যারা কুরআ নের শিক্ষামালাকে শিরোধার্য করবে এবং যাদের পুণ্যের মান হবে উন্নত পর্যায়ের। তাই কুরআনী অনুশাসনকে শিরোধার্য করার অঙ্গিকার তিনি বয়আতের অঙ্গিকারে আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন।

পবিত্র তুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

(সূরা আল্ মায়েদা ৯) এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাতিগত শত্রুতাও যেন তোমাদের ন্যায়ের পথে বাদ না সাধে, ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তাকওয়া বা প্রকৃত খোদাভীতি এতেই নিহিত। তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্যি সত্যি বলছি, শত্রুর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা সহজ কিন্তু শত্রুকে অধিকার প্রদান করা এবং মামলা-মোকদ্দমায় ন্যায় বিচার এবং ইনসাফকে জলাঞ্জলী না দেওয়া এটি অনেক কঠিন কাজ আর এটি কেবল সৎ-সাহসী মানুষেরই বৈশিষ্ট। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী সম্পদ ভাগী-শরীকদের সাথে প্রীতিভাব দেখায় আর সুমিষ্ট ভাষায় কথাও বলে কিন্তু তাদের অধিকার কুক্ষিগত করে রাখে। এক ভাই অন্য ভাইকে ভালোবাসে আর ভালোবাসার আবরণে প্রতারিত করে তার অধিকার খর্ব করে।

হুযূর (আ.) তাঁর জামাতের সদস্যদের প্রতি প্রত্যাশা রাখেন, তাদের চরিত্রিক মান যেন অনেক উন্নত এবং কর্ম যেন কুরআনী শিক্ষা সম্মত হয়। তারা যেন অধিকার হরণকারী এবং অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। সিদ্ধান্ত দেওয়ার কর্তৃত্ব পেলে সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ফলে যদি নিজের ক্ষতি হয় বা পিতামাতার ক্ষতি সাধিত হয় অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততির ক্ষতিও হয় তবু ন্যায়বিচারের উন্নত মান সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অতএব, এ সব ক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদের মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি তবে জগদ্বাসীকেও আমরা বলতে পারব, আমরাই আজ এমন এক জনগোষ্ঠি যারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন এনে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে শত্রুর সাথেও ইনসাফ করার মত মনোবল রাখি আর করেও থাকি। আমরা সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকি, তা নিজের বিরুদ্ধে, স্বীয় পিতামাতার বিরুদ্ধে গেলেও অথবা স্বীয় সন্তান-সন্ততি বা অন্য নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে গেলেও। ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব আমাদেরই, তাই এসব দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করছি, এসব দৃষ্টান্ত না থাকলে খোদার নির্দেশকে লঙ্ঘন করে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

অতএব, সকল আহমদীর, বিশেষ করে আমি বলব, ওহদাদার বা পদাধিকার প্রাপ্তদের লক্ষ্য রাখতে হবে, দায়বদ্ধতার প্রতি তারা কতটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সেই মানে উপনীত, যাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইনসাফ এবং ন্যায় পরায়ণতার উন্নত মানে অধিষ্ঠিত। আমি কানাডা গিয়েছি, সেখানেও পদধারী এমন কতক ব্যক্তি রয়েছে যাদের কাছে বিধিবদ্ধ ভাবে কোন পদ তো নেই তবে তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে মানুষের অভিযোগ হল, এরা ন্যায় বিচার করে না। অতএব, সব বিভাগের দায়িত্ব হল, সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে গভীর চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে সবকিছুর সূক্ষ্ম দিকগুলো দৃষ্টিতে রেখে সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত। দোয়া করুন, খোদার কাছে সাহায্য চান যেন আল্লাহ্ তা'লা সঠিক সিদ্ধান্তের তৌফিক দেন।

আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে স্বয়ং কুরআন শরীফে বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ অর্থাৎ মু'মিন তারা, যারা নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে পরম যত্নবান (সূরা আল্ মু'মিনুন ৯) কিন্তু যারা সম্পূর্ণরূপে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে বা করে থাকে অথবা যারা বলে, আমরা খোদার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করছি, একজন সাধারণ মু'মিনের তুলনায় তাদের কতটা (বেশী) সাবধান হওয়া উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে? এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই, কেবল এ কথা ভাবলে চলবে না যে, শুধু কেন্দ্রীয় পদধারীদেরই সম্বোধন করা হচ্ছে বরং সকল প্রেসিডেন্ট এবং তাদের আমেলার সদস্যরাও এতে সম্বোধিত। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, ইনসাফের সকল দাবি তারা পূরণ করছে কিনা? এটি শুধু কানাডার কথাই নয়, জার্মানী থেকেও এমন অভিযোগ আসে আর এখানেও অর্থাৎ ইংল্যান্ডেও এবং পৃথিবীর অন্য কিছু দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। তাই সর্বত্র নিজেদের আচরণের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে অন্যথায় ইনসাফের দাবি পূরণ না করে শুধু আমানত ও অঙ্গীকারকেই অবজ্ঞা করা হচ্ছে না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। আর যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন না। (জামাতী) কাজ করে পুণ্যের ভাগীদার হওয়ার পরিবর্তে অন্যায় করে বা অহঙ্কারী আচরণ করায় মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন হয়ে যায়। অতএব, আমাদের পদধারীদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত নীতি অনুসারে ন্যায়বিচারের সকল দাবি পূরণ করছে কিনা, নিজেদের কাজের প্রতি সুবিচার করছে কিনা, যাদের সাথে বোঝাপড়া হচ্ছে তাদের প্রতি ইনসাফ করছে কিনা? শুধু প্রেসিডেন্ট হওয়া অথবা সেক্রেটারী বা আমীর হওয়ার কোন অর্থ নেই। আর এগুলো কোনভাবেই মানুষের মুক্তির কারণ হতে পারে না। এটি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর জামাতের প্রতি কোন অনুগ্রহ নয়। আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি মানুষ যদি সেভাবে শ্রদ্ধাশীল না হয় যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা চান অথবা বিশুদ্ধচিত্তে দায়িত্ব পালন না করে তবে সবই অর্থহীন। তাই বিশুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য সকল পদধারীর দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রতিটি সিদ্ধান্তের সময় ন্যায়বিচারের সকল দাবি সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করা উচিত। এমন কোন বিষয় যদি সামনে আসে যে সম্পর্কে পূর্বে ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছিল তবে যেভাবে আমি বলেছি ভুল স্বীকার করে সেসব সিদ্ধান্তে সংশোধন আনুন, নিজেদের চারিত্রিক সংশোধনও করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশকেও দৃষ্টিতে রাখুন যে, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (সূরা আল্ বাকারা ৮৪) অর্থাৎ মানুষের সাথে

নমনীয়তা এবং কোমল ভাষায় কথা বল, উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শন করে কথা বল। যেভাবে আমি বলেছি, পৃথিবীর সব দেশের ওহ্‌দাদার বা পদধারীদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ওহদাদার বা পদধারী ব্যক্তি বিশেষ করে আর মোটের ওপর সকল আহমদীকে জগদ্বাসীর সামনে রোল মডেল বা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। অতএব, সব আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, কেবল ওহদাদার বা পদধারীদের উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত নয় বরং সব আহমদীরই দায়ভার রয়েছে। প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে, চারিত্রিক গুণাবলীতে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব থেকে নিজেকে যেন পবিত্র করে, তারা যেন কোন দিকে ঝুঁকে না থাকে। আহমদীর সাক্ষ্য এবং বিবৃতি ন্যায়বিচার এবং সততার দিক থেকে যেন প্রতিষ্ঠিত একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। আর জগদ্বাসী যেন বলতে বাধ্য হয়, আহমদী সাক্ষ্য দিয়ে থাকলে একে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কেননা এ সাক্ষ্য সুবিচারের সুমহান মার্গে অধিষ্ঠিত থাকে। আমরা যদি এমনটি করতে পারি তবে আমরা আমাদের বক্তৃতা, কথা এবং তবলীগের ক্ষেত্রে সত্যবাদী প্রমাণিত হব নতুবা আমরাও অন্যদের মতই হব।

প্রতিটি আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, বয়আতের অঙ্গীকার করতে গিয়ে আমরা সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার করেছি। আর অঙ্গীকারের প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অনুযায়ী কাজ না করার নাম বিশ্বাসঘাতকতা। মহানবী (সা.) সত্যিকার মু'মিনের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান ও কুফর এবং সত্য ও মিথ্যা সহাবস্থান করতে পারে না আর আমানত ও বিশ্বাসঘাতকতাও একই সাথে থাকতে পারে না। অপর এক হাদীসে (তিনি বলেন,) বর্ণিত শিক্ষা যা পদধারীদের এবং মোটের ওপর সকল আহমদীর সামনে রাখা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের হৃদয় খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় কোনভাবেই নিতে পারে না। আর সেই তিনটি কথা হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা অর্থাৎ পারস্পরিক হিতাকাঙ্খা আর তৃতীয়তঃ মুসলমানদের জামাতের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। আল্লাহ্ তা'লা সব আহমদীকে এরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক দান করুন। সব আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, তারা যেন ইনসাফের দাবি অনুসারে কাজ করে। কখনো যদি সাক্ষ্য দিতে হয় তবে তারা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে। জামাতের প্রতিটি পদাধিকারী যেন নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেদের আমানতের প্রতি যেন শ্রদ্ধাশীল হয় আর অঙ্গিকার পালন করে। নিজেদের সমস্ত দায়িত্ব যেন ইনসাফের দাবি অনুসারে পালন করে। এই অনুপম শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও যেন সঞ্চারিত হয়, তাই এ উদ্দেশ্যে আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। সময়ের দাবি পুরণ করতে আমরা যেন পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে পারি, সেই ইনসাফ যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাস এ যুগে পুণ:প্রতিষ্ঠা করেছেন আর যার প্রত্যাশা তিনি তাঁর মান্যকারীদের কাছেও ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি কয়েকটা গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি হল, আদনান মোহাম্মদ কুরদীয়া সাহেবের। যিনি সিরিয়ার হালাব (বা আলেপ্পো)-এর অধিবাসী, যাকে ২০১৩ সনে সিরিয়ার একটি সন্ত্রাসী সংগঠন অপহরণ করেছিল এবং পরে তাকে শহীদ করেছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া বশীর বেগম সাহেবার। তিনি কাদিয়ান নিবাসী দরবেশ চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ চিমা সাহেবের স্ত্রী। ২০১৬ সনের ৭ নভেম্বর তারিখে ৯৩ বছর বয়সে স্বল্পকাল রোগ ভোগের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

তৃতীয় জানাযা গায়েব জনাব রানা মুবারক সাহেবের, তিনি লাহোর নিবাসী ছিলেন পরে এখানে চলে আসেন। ২০১৬ সনের ৫ নভেম্বর তারিখে তিনি ৭৮ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

হুজুর (আইঃ) তিন মরহুমের প্রত্যেকের উত্তম গুণাবলী বর্ণনা করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 25th Nov, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B